ডিসেম্বরের মধ্যে ভার্সিটিগুলোর শীর্ষ পদে রদবদল!

চবি সংবাদদাতা

স্বায়ত্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বর্তমান উপাচার্য ও উপউপাচার্যদের অপসারণ করে বিএনপি ও জামায়াতের আস্থাভাজন অন্তত দু' ডজন নয়া উপাচার্য ও উপউপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। দ্রুতগতিতে কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে একযোগে নৈরাজ্যকর ও অস্থির দৃশ্যপট সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফলে দেশব্যাপী ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক মহল শিক্ষাঙ্গনগুলোর ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন। এই অবস্থায় অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান উপাচার্যদের কেউ কেউ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হওয়ার আগেই স্বেচ্ছায় পদত্যাগের চিন্তা করছেন। আবার অনেকে পদত্যাগের পরিবর্তে রাজনৈতিকভাবে অপসারিত হওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট ওয়াকিফহাল সূত্রগুলো এসব তথ্য দিয়ে জানায়, চলতি বছর শেষ হওয়ার মধ্যেই সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পদগুলোর পরিবর্তন ঘটতে পারে। সূত্র নয়া উপাচার্য/উপউপাচার্য পদের জন্য সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি ও জামায়াতপন্থী শিক্ষক নেতারা এখন ভিড় করছেন রাজধানীতে। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, সরকারের আমলা থেকে টিএনও পর্যন্ত রাজনৈতিক রদবদলের ঝুঁকিপূর্ণ কাজটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারই সম্পন্ন করে গেছেন। শিক্ষাঙ্গনেও কলেজ পর্যায়ে অধিকাংশ রদবদল হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য ও শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সাদত উল্লাহর অপসারণের মাধ্যমে রদবদল প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু এ নিয়ে ব্যাপক অসন্তোষ ও সময়ের স্বল্পতার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার সকল ভার্সিটিতে হস্তক্ষেপের সুযোগ পায়নি।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, উপাচার্য ও উপউপাচার্য পদে রদবদলের ক্ষেত্রে সরকারের প্রথম দৃষ্টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। রাজধানী কেন্দ্রিক রাজনীতি ও ছাত্র রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রত্যেকটি সরকারই গুরুত্ব দেয়। সে সূত্রে বর্তমান সরকার ঢাকা ভার্সিটির উপাচার্য নিয়েই বেশি চিন্তা করছে। বিএনপি সূত্র জানায়, বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে অপসারণ করা হবে বেশ কঠিন। কিন্তু ছাত্রদলের এক কেন্দ্রীয় নেতা জনকণ্ঠকে জানান, বিএনপি আমলের উপাচার্য প্রফেসর এমাজউদ্দিনকে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির মাধ্যমে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হওয়ার দুই মাসের মাথায়। সুতরাং আওয়ামী লীগ সরকারের উপাচার্য আজাদ চৌধুরীকেও মেনে নেয়া হবে না বলে উল্লেখ করে ছাত্রদলের উক্ত নেতা জানান, তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে প্রয়োজনে অপসারণ করা হবে। একই কায়দায় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও হয় পদত্যাগ না হয় অপসারণ করে নতুন উপাচার্য ও উপউপাচার্য নিয়োগ করা হবে বলে জানা গেছে। ইতোমধ্যে রাজশাহী ভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর সাঈদুর রহমান খানকে পদত্যাগের আলটিমেটাম দিয়েছে ছাত্রদল। বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্যকে কেবল মাত্র রুটিন ওয়ার্ক ছাড়া অন্যান্য দায়িত্ব পালনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সেখানকার বিএনপি ও জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'মাস ধরে চলছে নৈরাজ্যকর অবস্থা। শাহজালাল ভার্সিটিতে চলছে দখল-বেদখলের লড়াই। চট্টগ্রাম ভার্সিটির হলগুলোতে চলছে শিবিরের একক আধিপত্য। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আনোয়ারুল ইসলাম পরিস্থিতির চাপে ক্যাম্পাস ছেড়েছিলেন নির্বাচনের পর পরই। এসব দৃশ্যপটের নেপথ্যে মূলত উপাচার্য-উপউপাচার্য পদের অপসারণ ও নিয়োগ প্রক্রিয়াই দ্রুত করা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। এই প্রক্রিয়ায় ক্রমান্বয়ে আরও অপসারিত হতে পারেন চবি উপাচার্য প্রফেসর ফজলে হোসেন, জাবি উপাচার্য প্রফেসর আবদুল বায়েস, ইবি উপাচার্য প্রফেসর লুৎফর রহমান, বুয়েট উপাচার্য প্রফেসর নুরুদ্দীন আহমদ, বঙ্গবন্ধু কৃষি ভার্সিটি উপাচার্য প্রফেসর আশরাফুল কামাল, উন্মুক্ত ভার্সিটি উপাচার্য প্রফেসর কায়েস উদ্দিন এবং তাঁদের উপউপাচার্যগণ। এছাড়া ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প পরিচালকদের অনেকেও অপসারিত হতে পারেন বলে প্রকাশ। সূত্র মতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নবনিযুক্ত প্রফেসর মমিন চৌধুরী বিএনপি সমর্থক হওয়ায় তাঁর রদবদল নাও হতে পারে তবে তাঁর উপউপাচার্যগণ অপসারিত হতে পারেন খুলনা ভার্সিটির উপাচার্য পদেও রদবদল বিলম্বিত হতে পারে। এদিকে চবিসহ কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য উপউপাচার্যগণ ভোল পাল্টে পদরক্ষার চেষ্টায় আছেন বলে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা চলছে। অন্যদিকে নতুন উপাচার্য ও উপউপাচার্য হিসাবে নিয়োগ লাভের জন্য প্রতিটি ভার্সিটির সংশ্লিষ্ট বিএনপি ও জামায়াতপন্থী শিক্ষকগণ লাইন দিয়েছেন ঢাকায়।